সংবাদ

তারিখ 22 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

ছাত্রলীগ এখনও অনিয়ন্ত্রিত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘর্ষ ঘটায় সাড়ে ৪শ'

হানাহানি টেন্ডারবাজি খুন যৌন সন্ত্রাসের সঙ্গেও জড়িত

সরকারের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন করে

হাটহাজারিতে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামি ছিনতাই

আল হেলাল তত

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের বেপরোয়াভাব কিছুতেই কমছে না। সরকারের ক্ষমতার শেষভাগে এসেও তারা নিয়ন্ত্রণহীন। সর্বশেষ গত শনিবারও চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে হামলা চালিয়ে ফেরারি আসামিকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা। এছাড়া চলতি মাসে সিলেট, বরিশালের বিএম কলেজ, ফেনীতে দু'গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছে। দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ন্যায়সংগত দাবির আন্দোলনের ওপরও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালায়। সাম্প্রতিক কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে আবার আলোচনায় উঠে আসে এই সংগঠন কর্মীরা। এছাড়া চলতি মাসে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগের এক নেতা। গত সাড়ে চার বছরে ছাত্রলীগের কারণে সরকারের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এই সময়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো ছাত্রলীগের অপকর্মে ঢাকা পড়ে যায়। তবে

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

ছাত্রলীগ : অনিয়ন্ত্রিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী কাউকেই ছাড় দেয়া হয়নি বলে দাবি করছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক অবস্থান শক্তিশালী করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিগত সাড়ে চার বছরে ছাত্রলীগ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপক্ষে ৪৫০টি সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা ঘটায়। এর মধ্যে বহুল আলোচিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বজিৎ দাস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত জুবায়ের হত্যাকাণ্ডসহ অন্তত দুই ডজন হত্যার ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগের সংঘর্ষের কারণে বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একাধিকবার বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংঘর্ষ ঘটিয়েছে নিজ সংগঠনের মধ্যে। সংগঠনটির বিভিন্ন জেলা ইউনিটে একাধিক গ্রুপ ও উপগ্রুপে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষ ঘটিয়েছে। এ কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, খুলনা প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিকেল কলেজসহ দেশের কমপক্ষে ৭০টি বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানা সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে বন্ধ হয়ে যায়।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশজুড়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হানাহানি, টেন্ডারবাজি, খুন ও ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটায় ছাত্রলীগ। সংগঠনটির নেতাকর্মীদের দ্বারা ক্যাম্পাসে খুনোখুনি, লাগাতার অভ্যন্তরীণ তাণ্ডব, সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতন, বেপরোয়া যৌন সন্ত্রাসের অভিযোগ সত্ত্বেও তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি সংগঠনটির পক্ষ থেকে। এই সাড়ে চার বছরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের কারণে দুর্নাম কুড়িয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। কিন্তু এই ছাত্র সংগঠনটির নেতাকর্মীদের কোন প্রকার অনুতাপ প্রকাশ চোখে পড়েনি। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সংঘাতের পাশাপাশি সারাদেশের সরকারি দফতরের টেন্ডারবাজি চালিয়ে যায় ছাত্রলীগ। সাড়ে চার বছরে টেন্ডার নিয়ে আলোচিত বহু ঘটনা ঘটে, যার কারণে সংঘর্ষ হয়েছে কয়েক বার। সর্বশেষ টেন্ডার নিয়ে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ-যুবলীগ সংঘর্ষে শিশুসহ ২ জন মৃত্যুবরণ করে। এর বাইরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, শপিংমল, ফুটপাত ও বাসস্ট্যান্ডগুলোতে নীরবে এবং প্রকাশ্যে ছাত্রলীগের নামে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত বছরের ৯ ডিসেম্বর সরকারদলীয় এই ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের অবরোধ চলাকালে পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে নিরীহ পথচারী যুবক বিশ্বজিৎ দাসকে কুপিয়ে হত্যা করে। যা সে সময় গণমাধ্যমসহ সারাদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলে। গত ১২ জানুয়ারি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালায়। এতে ৩০ জন শিক্ষক আহত হন। লাঞ্ছিত হন আরও ৪০ জন শিক্ষক। এর দু'দিন আগে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় ক্ষমতাসীন দলের এই ছাত্র সংগঠন। এ সময় তারা শিক্ষকদের ওপর এসিড পর্যন্ত ছুড়ে মারে। একই বছরের ৩ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও ব্যাংক অবরোধের সময় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ। এসময় ১৬ নেতাকর্মী আহত হন। ছাত্রলীগ কর্মীরা হামলাকালে পাঁচ ছাত্রীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে বলে অভিযোগ ওঠে। ৫ জানুয়ারি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের মিছিলে ছাত্রলীগ হামলা চালায়। এতে ১৫ শিক্ষার্থী আহত হয়। গত বছর ৮ জুলাই ছাত্রলীগ ক্যাডাররা সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। পদ্মা সেতুর জন্য অর্থ সংগ্রহের জের ধরে গোলাগুলির ঘটনায় ১৬ জুলাই আবদুল্লাহ আল হাসান নামে এক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা হিমশিম খেয়েছেন। এর সঙ্গে মূল দল আওয়ামী লীগের নেতারা এই সংগঠনটির ওপর হয়েছেন বিরক্ত। কিন্তু কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটেনি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে।

২০১১ সালের ৪ জানুয়ারি সাতক্ষীরায় ছাত্রলীগের ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসে জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জুয়েল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা পলাশের ধর্ষণের শিকার হন এক নৃত্যশিল্পী। সে সময় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে জোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। এরপরও বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। ২০১১ সালের ২০ আগস্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ শিক্ষককে পিটিয়ে আহত করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। একই বছরের ২৬ এপ্রিল আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১শ' ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত হয়।

২০১০ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা লাঞ্ছিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষককে। একই বছরের ১০ মে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে হামলা চালিয়ে এক শিক্ষিকাকে লাঞ্ছিত ও ১০ ছাত্রীকে আহত করে ছাত্রলীগ। ১১ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগ কর্মীরা। ২০১০ সালের ১৩ জুন যশোর শহরে গুলিবর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণের পর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ওসিসহ ৬ পুলিশ সদস্য আহত হলেও পরবর্তীতে পুলিশ এই মামলায় কাউকে অভিযুক্ত না করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়। ২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবু বকর নিহত হয়।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম সংবাদকে বলেন- বিভিন্ন সময়ে যারা ছাত্রলীগের দুর্নাম ঘটিয়েছে তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হয়নি। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রশাসন ও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক ব্যবস্থার কারণে ছাত্রলীগের বিভিন্ন অপকর্ম কমে এসেছে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন, ছাত্রলীগ বর্তমান সময়ে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হতে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হতে সংগঠনটি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করছে দাবি করেন ছাত্রলীগের এই নেতা।